মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মন্ত্রণালয় ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সাফল্যের বিবরণ

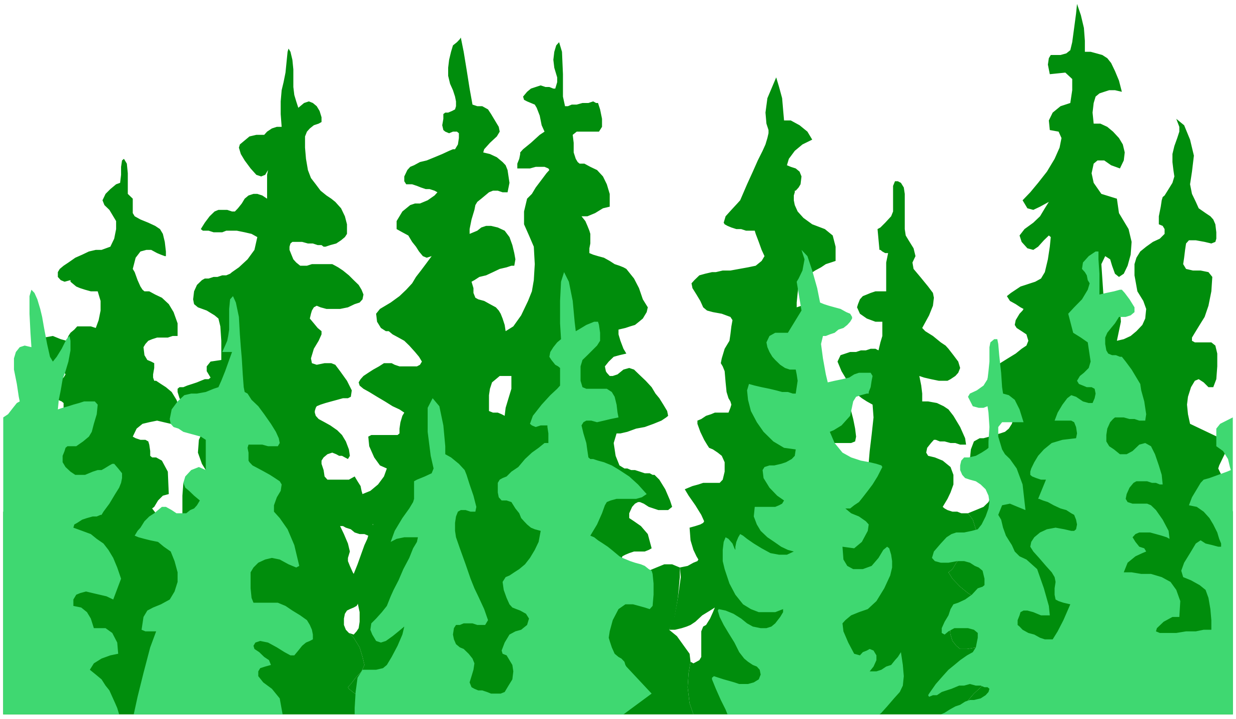

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
সেপ্টেম্বর, ২০০৩

প্রেক্ষাপট ও ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বন, পানি, ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সমন্বিত ও পরিবেশ অনুকুল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ৩ আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১। **কার্যপরিধি**

কার্য বিধিমালা ১৯৯৬-এর কার্য বন্টন অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ৫টি অধিদপ্তর/সংস্থা যথাঃ

- **পরিবেশ অধিদপ্তরঃ**- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- **বন অধিদপ্তর ঃ**- বন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- **বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনঃ**- শিল্প সেক্টরে ব্যবহারের জন্য কাঠ আহরণ, কাঠ জাত দ্রব্যাদি মৌসুমীকরণ, বাজারজাত করণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ, রাবার বাগান হতে রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করণ।
- **বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানঃ**- বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত সমস্যাসমুহ সমাধানের নিমিত্তে গবেষণা পরিচালনা।
- **বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামঃ**- দেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালা এবং ক্ষয়িষ্ণু ও বিলুপ্তির আংশকাযুক্ত গাছপালাসহ সামগ্রিকভাবে Plant Diversity শনাক্তকরণ ও এদের নমুনা সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনসহ বনাঞ্চল সংকোচন, নদ নদী-খালবিল ভরাট হওয়া, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি কারণে আগামীতে পৃথিবীর পরিবেশ সংকটাপন্ন হবে বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের ধারনা। এছাড়া মানুষের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ পর্যায়ে সারা বিশ্বে সংকট মোকাবেলার জন্য যেমন প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি উদ্ভব হচেছ আবার প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচেছ। এর ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা মোকাবেলা এখন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক কাজ বলে বিবেচিত হচেছ। কিন্তু, সরকারের Allocation of Business among the different Ministries & Divisions 1996. (Revised upto August 2000) এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও কতর্ব্য উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে পুর্বের তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ২০% বনভূমি সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ আন্দোলন অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশের বনজ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষনসহ যুগপোযোগী বন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচেছ। তাছাড়া, দেশের টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে যে লোকবলের প্রয়োজন তা মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ অধিদপ্তরের না থাকায় মন্ত্রণালয়সহ অধীনস্থ বিশেষ করে বন অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে লোকবল বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে নিম্নেবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহন করা হচেছ ঃ-

- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জনবলের সংখ্যা ৭০ (সত্তর) জন। কয়েকটি পদে লোক নিয়োগ এবং শুন্য পদ পুরণের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন বয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত ''সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল পরিস্থিতি পর্যালোচনা কমিটি'' এর নিকট প্রস্তাব

প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়াও, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এন ই সি) সভায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে বিশেষায়িত জনবল দ্বারা শক্তিশালী করার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অধিশাখায় বিদ্যমান ৭টি পদের অতিরিক্ত আরো তিনটি নতুন পদ সৃজনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

- বন অধিদপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পে বিপরীতে ১৪৪৩টি বিভিন্ন শ্রেণীর পদসৃষ্টি করা হয়েছে যা পর্যায়ক্রমে পুরণ করা হচেছ। ইতোমধ্যে বন অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো ৭২৩৮ জন থেকে ৮৬৮১ তে উন্নীত করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিস সমুহের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ২২২টি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টিসহ মোট ৪৯০টি জনবল সম্বলিত প্রশাসনিক কাঠামো অনুমোদনের জন্য বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

২। পরিবেশ সংরক্ষণঃ

পরিবেশ সংরক্ষণে গত দুই বছরে দেশের পরিবেশ উন্নয়নে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসুচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২.১ পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এবং মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ-এর উদ্যোগে পরিবেশ বান্ধব এই সরকার পলিথিন শপিং ব্যাগের যথে"ছ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় রোধে গত ১ জানুয়ারী ২০০২ থেকে ঢাকা মহানগরী এলাকায় এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের জনগণের অভুতপুর্ব ও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সকল মিডিয়া ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে বর্তমান সরকারের এটি একটি যুগান্তকারী সাফল্য। বাংলাদেশের এই সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং বাংলাদেশকে অনুসরণ করে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ গৃহীত হ"ছ।

২.২ বায়ু দুষণ নিয়ন্ত্রণ

১ জানুয়ারী, ২০০২ হতে ঢাকা মহানগরীতে ২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ট্রাক, মিনিট্রাক, ট্যাংকলরী, ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কম সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানীর লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক ডিজেলে সালফারের পরিমাণ ০.৫% হতে কমিয়ে ০.২৫% করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে ২ (দুই) ষ্টোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার মোটরযান চলাচল সম্পর্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সিএনজি চালিত ফোর ষ্ট্রোক থ্রিহুইলার যানবাহন প্রচলন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পেট্রোল যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচেছ। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থয়ানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প" -এর আওতায় জাতীয় সংসদ ভবন চত্ত্বরে 'সার্বক্ষণিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা   হয়েছে। রাস্তায় চলমান গাড়ী কর্তৃক বায়ুদুষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে মোবাইল কোর্ট স্থাপনসহ নিঃসরণ প্রতিনিয়ত পরিমাপ করা হচেছ। ঢাকা শহরে ৪ টি স্থায়ী চেকপোষ্ট স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বায়ু দুষণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ডিজেল চালিত গাড়ীর দুষণ। ডিজেল চালিত গাড়ীর দুষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের

মানোন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ডিজেল চালিত যানবাহনের গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হ"ছে।

২.৩ ইটের ভাটা

ইট ভাটায় জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাসসহ ফলন কমে যা"ছে। জ্বালানী কাঠ হিসেবে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হ"ছে এবং অনেক মুল্যবান বিরল প্রজাতির উদ্ভিদও পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দি"ছে। ইট ভাটা স্থাপিত জমিতে ভাটার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার দীর্ঘদিন পরও এরূপ জমির উর্বরতা ফিরে আসে না। বালি ও সিমেন্ট দিয়ে 'ব্লক ইট' প্রস্তুত করে ফসলী জমি নষ্ট রোধ করা সম্ভব। পরিবেশ বান্ধব এই পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হলো, এতে ইট পোড়াতে হবে না বিধায় মুল্যবান বনজ সম্স্পদ, ফসলী জমীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ কারণে পরিবেশ দুষণ রোধকল্পে সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটার বিকল্প হিসেবে কমপ্রেস্ড পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব 'ব্লক ইটের' প্রচলনকে উৎসাহিত করা হ"ছে। সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটায় ১২০ ফুট উ"চতার স্থায়ী চিমনী স্থাপন ইতিমধ্যেই বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। পৌর এলাকার আশেপাশে এবং পাহাড়ের পাদদেশে ইটভাটা স্থাপন বন্ধ করার কার্যক্রম চলছে। প্রচলিত ইটভাটার (১২০ ফুট উ"চতার স্থায়ী চিমনীযুক্ত) পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব জিগজ্যাগ এবং Vertical Shaft পদ্ধতিতে ইট নির্মাণের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হ"ছে।

২.৪ পাহাড়ী প্রতিবেশ সংরক্ষণ

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমুহের গুর"ত্বপুর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমুহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন পাহাড় বা টিলা নাগরিক প্রয়োজনে কর্তন এবং মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করতে পারবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও সিলেটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে। পাহাড় কাটা বন্ধে এলাকাবাসীর সচেতনতা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। ফলে অবৈধভাবে পাহাড় কাটার প্রবণতা কমে আসছে।

২.৫ শিল্প দুষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দুষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হ"ছে। তীব্র দুষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইতিপুর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর - এসোশিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প কারখানা সৃষ্ট দুষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীসমুহকে দুষণমুক্ত করার লক্ষ্যে হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যবর্তী হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প সম্প্রতি সরকার অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের আওতায় চামড়া শিল্পের বর্জ্য পরিশোধনের জন্য হরিণধরায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হবে।

২.৬ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র এ পৃথিবীর এক অমুল্য সম্স্পদ। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং জীববৈচিত্র বিনষ্ট হচেছ। জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গিকার পালনে সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভুমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য টাংগোয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ ইতোমধ্যে শুর“ করা হয়েছে। উপকুলীয় ও জলাভুমিস্থ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ) এবং ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ‘কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন এবং হাকালুকি হাওর সংরক্ষণের বাস্বায়ন কার্যক্রম শুর“ করা হয়েছে।

২.৭ পরিবেশ আদালত গঠন ও স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ

পরিবেশ দুষণজনিত সকল অপরাধের দ্র“ত বিচারার্থে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর আওতায় ১৬/১০/২০০১ তারিখ হতে ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১টি করে পরিবেশ আদালত এবং ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রথমবারের মত গঠন করা হয়েছে। এসব আদালতে বর্তমানে কিছু কিছু মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং পাশাপাশি পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত ও অন্যান্য ছোট অপরাধগুলির বিচারের জন্য উক্ত আইনের অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রত্যেক জেলায় কাজ করে যা”ছ।

২.৮ হাসপাতাল/ ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহিত পদক্ষেপ

ঢাকা শহরে সরকারী/ বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে কাজ করছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসাপাতাল/ ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

২.৯ ওজোনস্র রক্ষা

ওজোনস্র রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে এরোসল সেক্টর-এর ওজনস্র ক্ষয়কারী দ্রব্য Phase out করা হয়েছে। এতে করে বাংলাদেশে ওডিএস-এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রিফ্রিজারেশন সেক্টরে অহেতুক সিএফসি নির্গমণ রোধকল্পে রিকভারী ও রিসাইক্লিং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিসিং শপের মালিক ও টেকনিশিয়ানদের যন্পাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওডিএস এর আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওজোনস্র ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ণ) বিধিমালা, ২০০৩ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে আইন মন্ণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.১০ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম

বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ বিষয়ক পাঠ্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপির অর্থায়নপুষ্ট টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (সেম্স) প্রকল্পের আওতায় সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পরিবেশ শিক্ষাক্রম, পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষক নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন করতঃ তা চুড়ান্তকরণের পর্যায় আছে। তাছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্রের শিক্ষক প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩। বন সংরক্ষণঃ

দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষন ও উন্নয়ন, বনজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণ, কাষ্ঠ ভিত্তিক কুটির ও বৃহৎ শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ, পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জীববৈচিত্র রক্ষাসহ জনগনের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টিতে বন বিভাগ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে

বন বিভাগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পল্লীর দরিদ্র জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীন এলাকার পতিত ও প্রান্তিক জমি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত ভূমি, সড়ক, জনপথ, রেললাইন ও বাঁধের ধারে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বন বিভাগ দেশব্যাপী বৃক্ষাছাদন সৃষ্টিতে কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে । ফলে দারিদ্র বিমোচনসহ বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ বৎসর মেয়াদী বন মহাপরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫) অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের আওতায় আনার জন্য Action Plan প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.১ সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের আওতায় স্থানীয় জনসাধারণ বনায়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী বাস্বায়নে নিয়োজিত উপকারভোগীগণ জীবিকা নির্বাহের সুযোগসহ কাঠ, জ্বালানী কাঠ, খাদ্য,পশু-খাদ্য, কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনসাধারণ বাস্বায়িত কার্যক্রমের আওতায় সৃষ্ট কৃষি ও ফলজ ফসলের পুরোটাই ভোগ করছে। তাছাড়া বনজদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপকারভোগীদের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টন করা হয়। ২০০২-২০০৩ ইং সময়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ ৫১২৫ হেঃ উডলট, ১৬০৯ হেঃ কৃষি বন বাগান এবং ৩২৭২ কিঃ মিঃ স্ট্রীপ বাগান কর্তন করত: ২২,৮৩৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে সর্বমোট ৩১কোটি ৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বর্তমানে অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া বর্তমানে ট্রি ফার্মিং ফান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ কর্তনকৃত বাগানের বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে অংশীদারিত্বমুলক সামাজিক বনায়ন টেকসই প্রযুক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৩.২ ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারন

ইকোট্যুরিজম সুন্দরবন জীববৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্পের একটি গুর"ত্বপুর্ণ উপাদান। সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রকল্পের আওতায় ইকোট্যুরিজম এর প্রসারে খুলনাতে একটি তথ্য এবং শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে সুন্দরবনের উপর বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এছাড়া ট্যুর অপারেটরদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ ভ্রমন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্কিা, লিফলেট পাওয়া যায়। সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম পর্যটকদের সুন্দরবনের জীববৈচিত্র সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে থাকে। সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি প্রকল্পের আওতায় ইকোট্যুরিজম প্রসারের লক্ষ্যে কতিপয় দর্শনীয় স্থান কে নির্বাচন করা হয়েছে।

পাশাপাশি গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, মধুপুরের জাতীয় উদ্যান, দিনাজপুরের রামসাগর জাতীয় উদ্যান, কক্সবাজারে দুলাহাজরা সাফারী পার্ক, সীতাকুন্ডে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক এবং ঢাকার জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও বলধা গার্ডেনে ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারন করা হয়েছে। ইকোট্যুরিজম বিষয়ে মুখ্য সচিবের নেতিত্বে গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে যৌথ আহবায়কত্বে একটি সাব-কমিটি কাজ করে যাচেছ।

৩.৩ জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা

জনগণের মধ্যে ব্যাপাক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা প্রবর্তন এবং তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান চালু করা হয়। ১৯৯৩ সালে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃক্ষরোপণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ সনে জাতীয় পর্যায়সহ ৫টি বিভাগে, ৪৮টি জেলায় এবং ৩৫টি উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ২০০২-২০০৩ সনে জাতীয় পর্যায়সহ ৫টি বিভাগে, ৫৮টি জেলায় এবং ৪২টি উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ২০০২-২০০৩ সনে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল “ঔষধি গাছের সঙ্গে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ”। সরকার কর্তৃক ঔষধি উদ্ভিদের উপর বিশেষ গুর”ত্ব প্রদান করায় বাংলাদেশে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে নতুন মাত্রার যোগ হয়েছে।

৩.৪ ঔষধি উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২০০১-২০০২ সনে প্রথম বারের মত বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় “বনজ ফলজ এর সাথে ঔষধি চারাও রোপণ কর”ন, সুস্থ সুন্দর থাকুন”। সরকারের গৃহীত এই উদ্যোগের ফলে দেশে এ যাবৎ অবহেলিত ঔষধি গাছ-গাছড়া সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ২০০১-২০০২ সনেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রাঙ্গনে ১.৫ একর জায়গায় ৭০০টি চারা রোপণ করে ভেষজ উদ্ভিদের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, দিনাজপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও কাপ্তাইতে সর্বমোট ৩২ একর ভেষজ উদ্ভিদের বাগান সৃজন করা হয়। ২০০১-২০০২ সনে ঔষধি উদ্ভিদের উপর বন অধিদপ্তর “মানব কল্যাণে ঔষধি গাছ-গাছড়া” শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঔষধি উদ্ভিদের একটি ক্যাটালগ প্রস্তুতির কাজ চালু আছে। দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি ইনভেনটরী প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করা হচেছ। প্রথম বারের মত দেশে বনায়নে উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচনের বনায়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গত ০৮/০৯/২০০৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৫ নারিকেল বাগান সৃজন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১ (এক) কোটি নারিকেল চারা রোপণের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় ঝড় ও জ্বলো”ছাস হতে জান-মাল রক্ষায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার উপকূলীয় অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ২৬টি জেলায় নারিকেল চারা রোপণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারিকেল গাছের এবং নারিকেলের বিবিধ ব্যবহারের সুযোগ থাকায় সরকার এ ধরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৩-২০০৪ ইং সনে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে উল্লেখিত জেলা সমুহে ৩০ লক্ষ চারা রোপণ করা হবে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির হ্রাসসহ সম্ভল্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নারিকেল তৈল আমদানী খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে।

৩.৬ বনায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ

আমাদের সমাজের অর্ধেকই নারী। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততা এখনও সীমিত। অথচ নারী পুর”ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের গ্রামীন সমাজে অধিকাংশ মহিলা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। ক্ষুধা, দারিদ্র তাদের নিত্যদিনের সাথী। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বন অধিদপ্তর বনায়ন কর্মসুচীর আওতায় দারিদ্র পীড়িত, হতভাগ্য, বিধবা ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের সম্পৃক্ত করেছে।

৪। বন গবেষণা ও উন্নয়নঃ

৪.১ বন গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট (বি এফ আর আই) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন গবেষণা সংক্রান্ত দেশের এক মাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের উপর গবেষণায় রত রয়েছে। এ দেশে বনজ সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপরে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই উৎপাদনশীলতা বজায় রাখাই বি এফ আর আই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গত অক্টোবর ২০০১ হতে এ পর্যন্ত বি এফ আর আই কর্তৃক অর্জিত সাফল্য নিম্মরূপঃ -

- কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশের বংশ বিস্তার প্রযুক্তি আরো সহজতর ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে;
- বেত এবং বিভিন্ন ঔষধি গাছের চারা উত্তোলন পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলিত চারা দ্বারা বনায়ন করা হয়েছে;
- রাবার বাগানে কৃষিজ/ফলজ/বনজ বৃক্ষ সাথী ফসল হিসাবে চাষাবাদের একটি মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে;
- উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও রাস্তার ধারে সৃজিত শিশু, কড়াই, বাবলা, রেইনট্রি, মেহগনি এবং আকাশমনি বৃক্ষের বর্ধণ হার ও উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়ে প্রভিশনাল টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- উপযুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার গাছের লেটেক্স উৎপাদন ১৪-২০% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে;
- উপকূলীয় এলাকায় উচু ভূমিতে বাগান সৃজনের জন্য সমতল ভূমির ঝাউ, করই, বাবলা, রেইনট্রি এবং সনবলই প্রজাতিসমুহকে প্রাথমিকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।

৪.২ বন শিল্প উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাঠ ভিত্তিক ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তম্মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠান গভীর বনাঞ্চল হতে কাঠ সংগ্রহ করে থাকে। এসকল সংগৃহীত কাঠ অপর ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শোধন ও মৌসুমীকরণ করে রেলওয়ে স্লিপার, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্রস আর্মস ও এ্যাংকর লগ, দরজা- জানালা, আসবাবপত্র, অফিস ইকুপমেন্ট, চা-বাক্স, প্লাইউড, পার্টিক্যাল বোর্ড ইত্যাদি তৈরী পুর্বক বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে। ইতিপুর্বে বি এফ আই ডি সি'র শিল্প ইউনিট গুলো লোকসানের পরিমান ছিল ব্যাপক, শ্রমিকদের বেতন ছিল বকেয়া, শিল্পের কাঁচা মাল ছিল না। রাবারের দাম ছিল খুবই কম । বর্তমান সরকারের বেসরকারিকরণের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প ইউনিটকে বেসরকারিকরণ করা হচেছ ।

৪.৩ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ঃ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম একটি জাতীয় উদ্ভিদ সমীক্ষা, সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি জাতীয় উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক অনুমোদিত একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসুচীর আওতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এর জন্য মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়। গত ২ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রগতি নিম্মে দেওয়া হলঃ-

- ২০০১ সাল থেকে অদ্যবধি বৃহত্তর খুলনায় (সুন্দরবন), সিলেট ও ঢাকা জেলায় বিভিন্ন এলাকায় ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ২০০০ উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে;
- Taxonomic Studies এর মাধ্যমে ৫০০ উদ্ভিদ প্রজাতী সনাক্ত করণ করা হয়েছে;

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে সম্পাদিত - Taxonomic studies এর মাধ্যমে Flora of ইধহমষধফবংয সিরিজ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় ৭টি Angiospermaic Family এর পান্ডুলিপি পুস্তক করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিলুপ্তির আশংকাযুক্ত ১০৬টি উদ্ভিদ প্রজাতী সম্বলিত Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;

৫। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীঃ

৫.১। ''বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন'' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিবেদন প্রণয়ন

বিগত ২৬ আগষ্ট- ৪সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ- জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত ''বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন'' বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি কান্ট্রি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দুই-মাস ব্যাপী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ পরিবেশ উন্নয়নের সংগে দারিদ্র বিমোচন বিষয়টির যোগসুত্র রয়েছে উল্লেখ করেন। বিগত দশকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তবে বিগত দশকে বাংলাদেশ যে সকল সফলতা অর্জন করেছে, তা হলঃ সম্প্রসারিত টিকা কার্যক্রম, নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, ডায়রিয়ার চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন এবং এনজিওদের ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রম।

৫.২ গ্লোবাল টাইগার ফোরাম ঃ

গত ৬-১০ নভেম্বর ২০০১ সময়ে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম এবং "গ্লোবাল টাইগার ফোরাম" এর দ্বিতীয় জেনারেল এসেম্বলী সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত এসেম্বলী সভায় তিনি দ্বিতীয় বারের মত ফোরামের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি ও নন-টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে গ্লোবাল টাইগার ফোরামের সদস্য হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে আহবান জানানো হয়। শুধু সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণই নয়, বাঘের বিভিন্ন অংগের উপর অবৈধ ব্যবসা এবং বাঘ সংক্রান্ত চোরাচালান রোধে বাংলাদেশের পক্ষ হতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৫.৩ জিইএফ গভর্নিং কাউন্সিল

১৯৯২ সালের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ উক্ত ফান্ডের গভনিং কাউন্সিলের বিকল্প সদস্য। বিগত ২ বছরে গভর্নিং কাউন্সিলের সভাসমুহে বাংলাদেশ বিকল্প সদস্য হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। উল্লেখ্য, জিইএফ -এর আর্থিক সহায়তায় দেশের জীব-বৈচিত্র রক্ষার্থে দুটি প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে।

৫.৪ বায়োডাইভারসিটি কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল

নেদারল্যান্ডের হেগ্ নগরীতে বিগত ৭-১৯ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বায়োডাইভারসিটি কনভেনশনের ষষ্ঠ বৈঠক বাংলাদেশ ১১-সদস্য বিশিষ্ট ব্যুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এছাড়া মন্ট্রিল প্রটোকলের ১০-সদস্য বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটিতে বাংলাদেশ ২০০২ সনের জন্য প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেছে। চলতি সনে উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের কার্যক্রম চালু আছে।

৫.৫ ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট ঃ

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে "Strategic Objective Grant Agreement (SOAG)" চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির অধীনে "Co-management of Tropical Forest Resources in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচেছ। এছাড়া ”আরণ্যক ফাউন্ডেশন” গঠনকল্পে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় দেশের অবক্ষয়িত বনভুমিসমুহে পুনঃবনায়নের কার্যক্রম চালু করা হবে।

বর্তমান সরকারের ০২ (দুই) বছর পূর্ণ উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য বই এ সংযোজনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী ও সাফল্যের বিবরণ ।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

<u>প্রেক্ষাপট ও ভূমিকাঃ</u>

বাংলাদেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, বন, পানি, ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সমন্বিত ও পরিবেশ অনুকুল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গত ৩ আগস্ট, ১৯৮৯ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১। **<u>কার্যপরিধি</u>**

কার্য বিধিমালা ১৯৯৬-এর কার্য বন্টন অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ উন্নয়ন এবং বন সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ ইত্যাদি গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন ৫টি অধিদপ্তর/সংস্থা যথাঃ

- **পরিবেশ অধিদপ্তরঃ**- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- **বন অধিদপ্তর** ঃ- বন ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।
- **বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনঃ**- শিল্প সেক্টরে ব্যবহারের জন্য কাঠ আহরণ, কাঠ জাত দ্রব্যাদি মৌসুমীকরণ, বাজারজাত করণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাঠের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ, রাবার বাগান হতে রাবার উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাত করণ।
- **বাংলাদেশ বন গবেষণা প্রতিষ্ঠানঃ**- বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত সমস্যাসমুহ সমাধানের নিমিত্তে গবেষণা পরিচালনা।
- **বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়ামঃ**- দেশের ঐতিহ্যবাহী গাছপালা এবং ক্ষয়িÍ ও বিলুপ্তির আংশকাযুক্ত গাছপালাসহ সামগ্রিকভাবে Plant Diversity শনাক্তকরণ ও এদের নমুনা সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনসহ বনাঞ্চল সংকোচন, নদ নদী-খালবিল ভরাট হওয়া, জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি কারণে আগামীতে পৃথিবীর পরিবেশ সংকটাপন্ন হবে বলে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের ধারনা। এছাড়া মানুষের অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। এ পর্যায়ে সারা বিশ্বে সংকট মোকাবেলার জন্য যেমন প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তি/পদ্ধতি উদ্ভব হচেছ আবার প্রতিদিনই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচেছ। এর ফলে পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান বা মোকাবেলা এখন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক কাজ বলে বিবেচিত হচেছ। কিন্তু, সরকারের Allocation of Business among the different Ministries & Divisions 1996. (Revised upto August 2000) এ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত দায়িত্ব ও কতর্ব্য উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে পুর্বের তুলনায় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে বন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশে ২০% বনভুমি সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ আন্দোলন অব্যাহত রাখা হয়েছে। দেশের বনজ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষনসহ যুগপোযোগী বন ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচেছ। তাছাড়া, দেশের টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২। পরিবেশ সংরক্ষণঃ

পরিবেশ সংরক্ষণে গত দুই বছরে দেশের পরিবেশ উন্নয়নে গৃহিত বিভিন্ন কর্মসুচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

২.১ পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধকর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এবং মাননীয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রী জনাব শাজাহান সিরাজ-এর উদ্যোগে পরিবেশ বান্ধব এই সরকার পলিথিন শপিং ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয় রোধে গত ১ জানুয়ারী ২০০২ থেকে ঢাকা মহানগরী এলাকায় এবং ১ মার্চ ২০০২ থেকে সমগ্র বাংলাদেশে সব ধরনের পলিথিন শপিং ব্যগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়নে দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের জনগণের অভুতপুর্ব ও উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে। সকল মিডিয়া ও জনগণের ব্যাপক সমর্থনের কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে বর্তমান সরকারের এটি একটি যুগান্তকারী সাফল্য। বাংলাদেশের এই সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং বাংলাদেশকে অনুসরণ করে এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন ও ব্যবহার বন্ধ করার উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে।

২.২ বায়ু দুষণ নিয়ন্ত্রণ

১ জানুয়ারী, ২০০২ হতে ঢাকা মহানগরীতে ২০ বছরের অধিক পুরাতন বাস, মিনিবাস, মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি এবং ২৫ বছরের অধিক পুরাতন ট্রাক, মিনিট্রাক, ট্যাংকলরী, ভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কম সালফারযুক্ত ডিজেল আমদানীর লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক ডিজেলে সালফারের পরিমাণ ০.৫% হতে কমিয়ে ০.২৫% করা হয়েছে। ১ জানুয়ারি, ২০০৩ থেকে ঢাকা মহানগরীতে ২ (দুই) ষ্টোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রি-হুইলার মোটরযান চলাচল সম্পর্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। সিএনজি চালিত ফোর ষ্ট্রোক থ্রিহুইলার যানবাহন প্রচলন করা হয়েছে এবং সকল প্রকার পেট্রোল যানবাহনে সিএনজি ব্যবহারে উৎসাহিত করা হচেছ। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থয়ানে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প'' -এর আওতায় জাতীয় সংসদ ভবন চত্ত্বরে 'সার্বক্ষণিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। রাস্তায় চলমান গাড়ী কর্তৃক বায়ুদুষণ নিয়ন্ত্রণকল্পে মোবাইল কোর্ট স্থাপনসহ নিঃসরণ প্রতিনিয়ত পরিমাপ করা হচেছ। ঢাকা শহরে ৪ টি স্থায়ী চেকপোষ্ট স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ঢাকা শহরের বায়ু দুষণের অন্যতম প্রধান উৎস হলো ডিজেল চালিত গাড়ীর দুষণ। ডিজেল চালিত গাড়ীর দুষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের মানোন্নয়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ডিজেল চালিত যানবাহনের গাড়ীচালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

২.৩ ইটের ভাটা

ইট ভাটায় জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি ব্যবহারের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাসসহ ফলন কমে যা"ছে। জ্বালানী কাঠ হিসেবে নির্বিচারে বৃক্ষ নিধনের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হ"ছে এবং অনেক মুল্যবান বিরল প্রজাতির উদ্ভিদও পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হওয়ার আশংকা দেখা দি"ছে। ইট ভাটা স্থাপিত জমিতে ভাটার কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার দীর্ঘদিন পরও এরূপ জমির উর্বরতা ফিরে আসে না। বালি ও সিমেন্ট দিয়ে 'ব্লক ইট' প্রস্তুত করে ফসলী জমি নষ্ট রোধ করা সম্ভব। পরিবেশ বান্ধব এই পদ্ধতির অন্যতম সুবিধা হলো, এতে ইট পোড়াতে হবে না বিধায় মুল্যবান বনজ সম্প্নদ, ফসলী জমীকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ কারণে পরিবেশ দুষণ রোধকল্পে সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটার বিকল্প হিসেবে কমপ্রেস্ড পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব 'ব্লক ইটের' প্রচলনকে উৎসাহিত করা হ"ছে। সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটায় ১২০ ফুট উ"চতার স্থায়ী চিমনী স্থাপন ইতিমধ্যেই বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। পৌর এলাকার আশেপাশে এবং পাহাড়ের পাদদেশে ইটভাটা স্থাপন বন্ধ করার কার্যক্রম চলছে। প্রচলিত ইটভাটার (১২০ ফুট উ"চতার স্থায়ী চিমনীযুক্ত) পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব জিগজ্যাগ এবং Vertical Shaft c×wZ‡Z ইট নির্মাণের কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হ"ছে।

২.৫ পাহাড়ী প্রতিবেশ সংরক্ষণ

দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিদ্যমান পাহাড়সমুহের গুর"ত্বপুর্ণ অবদান বিবেচনায় এনে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পাহাড়সমুহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন পাহাড় বা টিলা নাগরিক প্রয়োজনে কর্তন এবং মোচন (Cutting and/or razing) এর ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কেহ কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন/মোচন করতে পারবে না। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও সিলেটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়েছে। পাহাড় কাটা e‡Ü GjvKvevmxi m‡PZbZv µgvš‡q evo‡Q| d‡j A‰ea fv‡e cvnvo KvUvi ceYZv K‡g Avm‡Q|

২.৫ শিল্প দুষণ নিয়ন্ত্রণ

দেশে স্থাপিতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য কিনা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে যাতে পরিবেশ দুষণ সহনীয় মাত্রার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হ"ছে। তীব্র দুষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইতিপুর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমুহে উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চেম্বার এবং সংশ্লিষ্ট সেক্টর - এসোশিয়েশনের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প কারখানা সৃষ্ট দুষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নদীসমুহকে দুষণমুক্ত করার লক্ষ্যে হাজারীবাগ ট্যানারীগুলো সাভার ও কেরানীগঞ্জ উপজেলার মধ্যবর্তী হরিণধরা এলাকায় স্থানান্তরের লক্ষ্যে ১৭৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প সম্প্রতি সরকার অনুমোদন করেছে। প্রকল্পের আওতায় চামড়া শিল্পের বর্জ্য পরিশোধনের জন্য হরিণধরায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি আধুনিক বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন করা হবে।

২.৬ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ

জীববৈচিত্র এ পৃথিবীর এক অমুল্য সম্স্লদ। মানুষের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদের বিলুপ্তি ঘটছে এবং জীববৈচিত্র বিনষ্ট হচেছ। জীববৈচিত্র সংরক্ষণে বিভিন্ন কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গিকার পালনে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। রামসার কনভেনশন অনুযায়ী জলাভুমির জীববৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য টাংগোয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর ও জলাশয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনার কাজ ইতোমধ্যে শুর“ করা হয়েছে। উপকুলীয় ও জলাভুমিস্থ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটিস (জিইএফ) এবং ইউএনডিপি এর অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ‘কোষ্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজমেন্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকি হাওর’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন এবং হাকালুকি হাওর সংরক্ষণের বাস্বায়ন কার্যক্রম শুর“ করা হয়েছে।

২.৭ পরিবেশ আদালত গঠন ও স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ

পরিবেশ দুষণজনিত সকল অপরাধের দ্র“ত বিচারার্থে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এর আওতায় ১৬/১০/২০০১ তারিখ হতে ঢাকা ও চট্রগ্রামে ১টি করে পরিবেশ আদালত এবং ঢাকায় ১টি পরিবেশ আপীল আদালত প্রথমবারের মত গঠন করা হয়েছে। এসব আদালতে বর্তমানে কিছু কিছু মামলার বিচার প্রক্রিয়া চলছে এবং পাশাপাশি পলিথিন শপিং ব্যাগ সংক্রান্ত ও অন্যান্য ছোট অপরাধগুলির বিচারের জন্য উক্ত আইনের অধীন নিযুক্ত স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রত্যেক জেলায় কাজ করে যা”ছ।

২.৮ হাসপাতাল/ ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহিত পদক্ষেপ

ঢাকা শহরে সরকারী/ বেসরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমুহের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ প্রাইভেট ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন একযোগে কাজ করছে। ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাসাপাতাল/ ক্লিনিকে গার্হস্থ্য বর্জ্য এবং ক্লিনিক্যাল বর্জ্য আলাদাভাবে সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

২.৯ ওজোনস্র রক্ষা

ওজোনস্র রক্ষায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ইতোমধ্যে এরোসল সেক্টর-এর ওজনস্র ক্ষয়কারী দ্রব্য Phase out Kiv n‡q‡Q| এতে করে বাংলাদেশে ওডিএস-এর বাৎসরিক ব্যবহার প্রায় ৬০% হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া রিফ্রিজারেশন সেক্টরে অহেতুক সিএফসি নির্গমণ রোধকল্পে রিকভারী ও রিসাইক্লিং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিসিং শপের মালিক ও টেকনিশিয়ানদের যন্পাতি সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ওডিএস এর আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ওজোনস্র ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ণ) বিধিমালা, ২০০৩ এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা বর্তমানে আইন মন্ণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.১০ পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম

বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবেশ বিষয়ক পাঠ্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপির অর্থায়নপুষ্ট টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা (সেম্স্প) প্রকল্পের আওতায় সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক

পরিবেশ শিক্ষাক্রম, পরিবেশ শিক্ষার বিষয়বস্তু ও শিক্ষক নির্দেশকিার খসড়া প্রণয়ন করতঃ তা চুড়ান্তকরণের পর্যায় আছে। তাছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক প্রশিক্ষণের নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

৩। **বন সংরক্ষণঃ**

দেশের বনজ সম্পদ সংরক্ষন ও উন্নয়ন, বনজ সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পুরণ, কাষ্ঠ ভিত্তিক কুটির ও বৃহৎ শিল্প কারখানার কাঁচামাল সরবরাহ, পরিবেশ এর ভারসাম্য রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জীববৈচিত্র রক্ষাসহ জনগনের চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টিতে বন বিভাগ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মোতাবেক বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে থাকে। দেশব্যাপী সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন বিভাগ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পল্লীর দরিদ্র জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীন এলাকার পতিত ও প্রান্তিক জমি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত ভূমি, সড়ক, জনপথ, রেললাইন ও বাঁধের ধারে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে বন বিভাগ দেশব্যাপী বৃক্ষাছাদন সৃষ্টিতে কর্মকান্ড অব্যাহত রেখেছে । ফলে দারিদ্র বিমোচনসহ বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। দেশের বনজ সম্পদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০ বৎসর মেয়াদী বন মহাপরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫) অনুসারে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনায়নের আওতায় আনার জন্য Action Plan প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৩.১ সামাজিক বনায়ন

সামাজিক বনায়নের আওতায় স্থানীয় জনসাধারণ বনায়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। সামাজিক বনায়ন কর্মসুচী বাস্বায়নে নিয়োজিত উপকারভোগীগণ জীবিকা নির্বাহের সুযোগসহ কাঠ, জ্বালানী কাঠ, খাদ্য,পশু-খাদ্য, কুটির শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকে। সামাজিক বনায়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় জনসাধারণ বাস্বায়িত কার্যক্রমের আওতায় সৃষ্ট কৃষি ও ফলজ ফসলের পুরোটাই ভোগ করছে। তাছাড়া বনজদ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপকারভোগীদের মধ্যে নির্ধারিত হারে বন্টন করা হয়। ২০০২-২০০৩ ইং সময়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃষ্ট মেয়াদ উর্ত্তীর্ণ ৫১২৫ হেঃ উডলট, ১৬০৯ হেঃ কৃষি বন বাগান এবং ৩২৭২ কিঃ মিঃ ষ্ট্রীপ বাগান কর্তন করত: ২২,৮৩৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে সর্বমোট ৩১কোটি ৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়ন বর্তমানে অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক বনায়ন বিধিমালা-২০০২ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া বর্তমানে ট্রি ফার্মিং ফান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেয়াদ উত্তীর্ণ কর্তনকৃত বাগানের বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে বনায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে অংশীদারিত্বমুলক সামাজিক বনায়ন টেকসই প্রযুক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৩.২ ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারন

ইকোট্যুরিজম সুন্দরবন জীববৈচিত্র সংরক্ষণ প্রকল্পের একটি গুর"ত্বপুর্ণ উপাদান। সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রকল্পের আওতায় ইকোট্যুরিজম এর প্রসারে খুলনাতে একটি তথ্য এবং শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে সুন্দরবনের উপর বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয় এবং এছাড়া ট্যুর অপারেটরদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সহ ভ্রমন সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্কিা, লিফলেট পাওয়া যায়। সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ আরবোরেটাম পর্যটকদের সুন্দরবনের জীববৈচিত্র সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে থাকে। সুন্দরবন বায়োডাইভারসিটি প্রকল্পের আওতায় ইকোট্যুরিজম প্রসারের লক্ষ্যে কতিপয় দর্শনীয় স্থান কে নির্বাচন করা হয়েছে।

পাশাপাশি গাজীপুরের ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, মধুপুরের জাতীয় উদ্যান, দিনাজপুরের রামসাগর জাতীয় উদ্যান, কক্সবাজারে দুলাহাজরা সাফারী পার্ক, সীতাকুন্ডে বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক এবং ঢাকার জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও বলধা গার্ডেনে ইকোট্যুরিজম উন্নয়ন ও সম্প্রসারন করা হয়েছে। ইকোট্যুরিজম বিষয়ে মুখ্য সচিবের নেতিত্বে গঠিত কমিটির বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমুহ বাস্তবায়নে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে যৌথ আহবায়কত্বে একটি সাব-কমিটি কাজ করে যাচেছ।

৩.৩ জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন ও বৃক্ষমেলা

জনগণের মধ্যে ব্যাপাক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে সর্বপ্রথম জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষ মেলা প্রবর্তন এবং তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষ রোপণ অভিযান চালু করা হয়। ১৯৯৩ সালে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৃক্ষরোপণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০০১-২০০২ সনে জাতীয় পর্যায়সহ ৫টি বিভাগে, ৪৮টি জেলায় এবং ৩৫টি উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ২০০২-২০০৩ সনে জাতীয় পর্যায়সহ ৫টি বিভাগে, ৫৮টি জেলায় এবং ৪২টি উপজেলায় বৃক্ষমেলার আয়োজন করা হয়। ২০০২-২০০৩ সনে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "ঔষধি গাছের সঙ্গে ফলজ ও বনজ বৃক্ষরোপণ"। সরকার কর্তৃক ঔষধি উদ্ভিদের উপর বিশেষ গুর"ত্ব প্রদান করায় বাংলাদেশে জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণে নতুন মাত্রার যোগ হয়েছে।

৩.৪ ঔষধি উদ্ভিদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

২০০১-২০০২ সনে প্রথম বারের মত বৃক্ষরোপণ আন্দোলনের মুল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় "বনজ ফলজ এর সাথে ঔষধি চারাও রোপণ কর"ন, সুস্থ সুন্দর থাকুন"। সরকারের গৃহীত এই উদ্যোগের ফলে দেশে এ যাবৎ অবহেলিত ঔষধি গাছ-গাছড়া সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ২০০১-২০০২ সনেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রাঙ্গনে ১.৫ একর জায়গায় ৭০০টি চারা রোপণ করে ভেষজ উদ্ভিদের বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, দিনাজপুর, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি ও কাপ্তাইতে সর্বমোট ৩২ একর ভেষজ উদ্ভিদের বাগান সৃজন করা হয়। ২০০১-২০০২ সনে ঔষধি উদ্ভিদের উপর বন অধিদপ্তর "মানব কল্যাণে ঔষধি গাছ-গাছড়া" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করেছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঔষধি উদ্ভিদের একটি ক্যাটালগ প্রস্তুতির কাজ চালু আছে। দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি ইনভেনটরী প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করা হচেছ। প্রথম বারের মত দেশে বনায়নে উপযুক্ত প্রজাতি নির্বাচনের বনায়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে গত ০৮/০৯/২০০৩ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.৫ নারিকেল বাগান সৃজন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১ (এক) কোটি নারিকেল চারা রোপণের মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় ঝড় ও জ্বলো”ছাস হতে জান-মাল রক্ষায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার উপকূলীয় অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন ২৬টি জেলায় নারিকেল চারা রোপণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নারিকেল গাছের এবং নারিকেলের বিবিধ ব্যবহারের সুযোগ থাকায় সরকার এ ধরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৩-২০০৪ ইং সনে বন অধিদপ্তরের মাধ্যমে উল্লেখিত জেলা সমুহে ৩০ লক্ষ চারা রোপণ করা হবে। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির হ্রাসসহ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে নারিকেল তৈল আমদানী খাতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটবে।

৩.৬ বনায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ

আমাদের সমাজের অর্ধেকই নারী। উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততা এখনও সীমিত। অথচ নারী পুর”ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের গ্রামীন সমাজে অধিকাংশ মহিলা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। ক্ষুধা, দারিদ্র তাদের নিত্যদিনের সাথী। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বন অধিদপ্তর বনায়ন কর্মসুচীর আওতায় দারিদ্র পীড়িত, হতভাগ্য, বিধবা ও সহায় সম্বলহীন মহিলাদের সম্পৃক্ত করেছে।

৪। বন গবেষণা ও উন্নয়নঃ

৪.১ বন গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনিস্টিটিউট (বি এফ আর আই) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বন গবেষণা সংক্রান্ত দেশের এক মাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের উপর গবেষণায় রত রয়েছে। এ দেশে বনজ সম্পদের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের উপরে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং টেকসই উৎপাদনশীলতা বজায় রাখাই বি এফ আর আই-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

গত অক্টোবর ২০০১ হতে এ পর্যন্ত বি এফ আর আই কর্তৃক অর্জিত সাফল্য নিম্মরূপঃ -

- কঞ্চি কলমের মাধ্যমে বাঁশের বংশ বিস্তার প্রযুক্তি আরো সহজতর ও আধুনিকীকরণ করা হয়েছে;
- বেত এবং বিভিন্ন ঔষধি গাছের চারা উত্তোলন পদ্ধতির উন্নয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত পদ্ধতিতে উত্তোলিত চারা দ্বারা বনায়ন করা হয়েছে;
- রাবার বাগানে কৃষিজ/ফলজ/বনজ বৃক্ষ সাথী ফসল হিসাবে চাষাবাদের একটি মডেল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ইতিমধ্যে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার জনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হচেছ;
- উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও রাস্তার ধারে সৃজিত শিশু, কড়াই, বাবলা, রেইনট্রি, মেহগনি এবং আকাশমনি বৃক্ষের বর্ধণ হার ও উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয়ে প্রভিশনাল টেবিল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- উপযুক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার গাছের লেটেক্স উৎপাদন ১৪-২০% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে;
- উপকূলীয় এলাকায় উচু ভূমিতে বাগান সৃজনের জন্য সমতল ভূমির ঝাউ, করই, বাবলা, রেইনট্রি এবং সনবলই প্রজাতিসমুহকে প্রাথমিকভাবে সুপারিশ করা হয়েছে।

৪.২ বন শিল্প উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের কাঠ ভিত্তিক ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তম্মধ্যে দু'টি প্রতিষ্ঠান গভীর বনাঞ্চল হতে কাঠ সংগ্রহ করে থাকে। এসকল সংগৃহীত কাঠ অপর ১১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শোধন ও মৌসুমীকরণ করে রেলওয়ে স্লিপার, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ক্রস আর্মস ও এ্যাংকর লগ, দরজা- জানালা, আসবাবপত্র, অফিস ইকুপমেন্ট, চা-বাক্স, প্লাইউড, পার্টিক্যাল বোর্ড ইত্যাদি তৈরী পুর্বক বিভিন্ন সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করে থাকে। ইতিপুর্বে বি এফ আই ডি সি'র শিল্প ইউনিট গুলো লোকসানের পরিমান ছিল ব্যাপক, শ্রমিকদের বেতন ছিল বকেয়া, শিল্পের কাঁচা মাল ছিল না। রাবারের দাম ছিল খুবই কম । বর্তমান সরকারের বেসরকারিকরণের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প ইউনিটকে বেসরকারিকরণ করা হচেছ ।

৪.৩ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ঃ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম একটি জাতীয় উদ্ভিদ সমীক্ষা, সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি একটি জাতীয় উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক অনুমোদিত একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসুচীর আওতায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম এর জন্য মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত এশিয়ার মধ্যে বৃহৎ একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়। গত ২ বছরে উন্নয়ন কার্যক্রম অগ্রগতি নিম্মে দেওয়া হলঃ-

- ২০০১ সাল থেকে অদ্যবধি বৃহত্তর খুলনায় (সুন্দরবন), সিলেট ও ঢাকা জেলায় বিভিন্ন এলাকায় ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম ২০০০ উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছে;
- Taxonomic Studies এর মাধ্যমে ৫০০ উদ্ভিদ প্রজাতী সনাক্ত করণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে সম্পাদিত - Taxonomic studies এর মাধ্যমে Flora of Bangladesh সিরিজ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় ৭টি Angiospermaic Family এর পাভুলিপি পুস্তক করা হয়েছে;
- ন্যাশনাল হার্বেরিয়াম থেকে ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিলুপ্তির আশংকাযুক্ত ১০৬টি উদ্ভিদ প্রজাতী সম্বলিত Red Data Book of Vascular Plants of Bangladesh শীর্ষক পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে;

৫। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীঃ

৫.১। "বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিবেদন প্রণয়ন

বিগত ২৬ আগষ্ট- ৪সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখ- জোহান্সবার্গে অনুষ্ঠিত "বিশ্ব টেকসই উন্নয়ন" বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি কান্ট্রি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে দুই-মাস ব্যাপী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করা হয়। কর্মশালাগুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ পরিবেশ উন্নয়নের সংগে দারিদ্র বিমোচন বিষয়টির যোগসুত্র রয়েছে উল্লেখ করেন। বিগত দশকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের কারণে দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হয়েছে। তবে বিগত দশকে বাংলাদেশ যে সকল সফলতা অর্জন করেছে, তা হলঃ সম্প্রসারিত টিকা কার্যক্রম, নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, ডায়রিয়ার চিকিৎসা, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন এবং এনজিওদের ক্ষুদ্র-ঋণ কার্যক্রম।

৫.২ গ্লোবাল টাইগার ফোরাম ঃ

গত ৬-১০ নভেম্বর ২০০১ সময়ে ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাঘ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়াম এবং "গ্লোবাল টাইগার ফোরাম" এর দ্বিতীয় জেনারেল এসেম্বলী সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী অংশগ্রহণ করেন এবং উক্ত এসেম্বলী সভায় তিনি দ্বিতীয় বারের মত ফোরামের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বাঘ সংরক্ষণের বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি ও নন-টাইগার রেঞ্জ কান্ট্রি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে গ্লোবাল টাইগার ফোরামের সদস্য হওয়ার জন্য চেয়ারম্যান হিসাবে বাংলাদেশের পক্ষ হতে আহবান জানানো হয়। শুধু সুন্দরবনের বাঘ সংরক্ষণই নয়, বাঘের বিভিন্ন অংগের উপর অবৈধ ব্যবসা এবং বাঘ সংক্রান্ত চোরাচালান রোধে বাংলাদেশের পক্ষ হতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৫.৩ জিইএফ গভর্নিং কাউন্সিল

১৯৯২ সালের রিওডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফান্ড গঠিত হয়। বাংলাদেশ উক্ত ফান্ডের গভনিং কাউন্সিলের বিকল্প সদস্য। বিগত ২ বছরে গভর্নিং কাউন্সিলের সভাসমুহে বাংলাদেশ বিকল্প সদস্য হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। উল্লেখ্য, জিইএফ -এর আর্থিক সহায়তায় দেশের জীব-বৈচিত্র রক্ষার্থে দুটি প্রকল্প বর্তমানে চালু আছে।

৫.৪ <u>বায়োডাইভারসিটি কনভেনশন ও মন্ট্রিল প্রটোকল</u>

নেদারল্যান্ডের হেগ্ নগরীতে বিগত ৭-১৯ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বায়োডাইভারসিটি কনভেনশনের ষষ্ঠ বৈঠক বাংলাদেশ ১১-সদস্য বিশিষ্ট ব্যুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়। এছাড়া মন্ট্রিল প্রটোকলের ১০-সদস্য বিশিষ্ট বাস্তবায়ন কমিটিতে বাংলাদেশ ২০০২ সনের জন্য প্রেসিডেন্ট এর দায়িত্ব পালন করেছে। চলতি সনে উক্ত কমিটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের কার্যক্রম চালু আছে।

৫.৫ <u>ট্রপিক্যাল ফরেষ্ট রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট ঃ</u>

বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে "Strategic Objective Grant Agreement (SOAG)" চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তির অধীনে "Co-management of Tropical Forest Resources in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচেছ। এছাড়া ''আরণ্যক ফাউন্ডেশন'' গঠনকল্পে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক সাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় দেশের অবক্ষয়িত বনভুমিসমুহে পুনঃবনায়নের কার্যক্রম চালু করা হবে।